RYANS Archive
A Media Monitoring Company

আজকের পত্রিকা
26 Aug 26 Page:1 Size:1764792 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 1,300

দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব: ইসি সানাউল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রকাশ : ২৫ আগস্ট ২০২৬, ১৯:৪৬ আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৬, ২০:১৮

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সাধারণত সহিংসতা বেশি হয়। তবে কমিশন কোনো ধরনের সহিংসতা চায় না। রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে দি অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি নামের পর্যবেক্ষক সংস্থা আয়োজিত ডায়ালগে এসব কথা বলেন ইসি সানাউল্লাহ।

সংস্থাটি জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে জানায়, জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য নির্বাচনের চেয়ে ভালো থাকলেও নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কম ছিল।

সানাউল্লাহ বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা কাজে লাগাতে হবে।

ইসি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন একটি অনন্য নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ভায়োলেন্স চায় না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে সানাউল্লাহ বলেন, সরকারি ফলাফল ঘোষণার আগেই কেন্দ্র, সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তার পর্যায়ে বেসরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত এজেন্টদের স্বাক্ষরিত ফলাফল শিটই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য ফলাফল বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এবার প্রথমবারের মতো সব কেন্দ্রের স্বাক্ষরিত ফলাফল ইসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। তাঁর ভাষায়, 'প্রথমবারের মতো আমরা ১০০% সেন্টারের এই স্বাক্ষরিত ফলাফল ওয়েবসাইটে পোস্ট করেছি। আপনারা ইউ ক্যান চেক।'

কোনো কেন্দ্রে ফলাফল ঘোষণায় বিলম্ব হয়ে থাকলে নির্দিষ্ট তথ্য দেওয়ার আহ্বানও জানান তিনি। বলেন, 'বাংলাদেশের কোনো কেন্দ্রে ফলাফল ঘোষণা করতে দেরি হয়েছে, তাহলে আমরা কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে নাম ঠিকানা দিয়ে বললে পরে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি।'

ভোট গণনায় অস্বচ্ছতা ও অনিরপেক্ষতার কারণে জামায়াত তিনটি আসনে জয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন জামায়াতের নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন। তিনি বলেন, সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় রিটার্নিং কর্মকর্তারা এজেন্টদের কাছ থেকে ফলাফলের কাগজে আগেই স্বাক্ষর নিয়ে রেখেছিলেন।

সাইফুল আলম বলেন, এ ক্ষেত্রে এজেন্টদেরও দায় আছে। 'এজেন্টদেরও দায়িত্ব আছে, সই কেন করবেন তাঁরা, কেন সাইন দিলেন? সে ক্ষেত্রে আমাদেরও দায়িত্ব আছে।'

সাইফুলের দাবি, ভোট গণনায় সারা দেশেই অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে এবং স্বচ্ছতা ছিল না। তাঁর ভাষায়, 'ঢাকা সিটিতে আমাদের মামুনুল হক সাহেবের সিট, আরেকটা সিটের কথা উল্লেখ করলাম না—এই তিনটা সিটই আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু ভোট গণনায় অস্বচ্ছতা এবং অনিরপেক্ষতার কারণে এই তিনটা সিট আমাদের হারাইতে হইছে।' একই সঙ্গে বিপুলসংখ্যক পোস্টাল ভোট বাতিলের কারণে জামায়াত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও দাবি করেন সাইফুল আলম।

প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে পক্ষপাতিত্ব ছিল বলেও অভিযোগ করেন বিএনপির এমপি শিরিন সুলতানা। তাঁর ব্যক্তিগত ও দলীয় পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অনেকে একটি দলের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন। তবে নির্বাচনকে পক্ষপাতদুষ্ট করার ক্ষেত্রে শুধু নির্বাচন কমিশন নয়, সরকারের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

শিরিন সুলতানা বলেন, 'আমি যদি বলি যে, আমাদের যে পরিমাণ সিট পাওয়ার কথা ছিল, সে কাঙ্ক্ষিত সিট কিন্তু আমরা পাইনি পক্ষপাতিত্বের কারণে।'

পোস্টাল ভোটকে এবারের নির্বাচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করে শিরিন সুলতানা নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান। তবে বিদেশে এ বিষয়ে প্রচারণা যথেষ্ট হয়নি বলে মনে করেন তিনি। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে অনেক ভোটার পোস্টাল ভোট দেওয়ার পদ্ধতি বুঝতে পারেননি বলে জানান।

নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. আব্দুল আলীম বলেন, সামনের নির্বাচনগুলো নির্ভুলভাবে করতে ইসির অ্যাকশন প্ল্যান থাকা জরুরি। নির্বাচনে ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে দেশের ভেতর থেকে কীভাবে ফান্ড সংগ্রহ করা যায় তা লক্ষ রাখতে হবে।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

bdnews24.com
Bangladesh's First Internet Newspaper
26-Aug-26 Page 1 Size:1632932 col*inch
Tonality: Neutral, Reach: 120,000

দলে ৩৩% নারী নেতৃত্ব না থাকলে বাতিল হতে পারে নিবন্ধন: সানাউল্লাহ

সহিংসতা কমাতে সংসদ নির্বাচনের মতো স্থানীয় নির্বাচনেও দলগুলোর সদিচ্ছা বজায় থাকবে বলে আশা করেছেন এ নির্বাচন কমিশনার।

নিজস্ব প্রতিবেদক · বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

Published : 25 Aug 2026, 06:03 PM · Updated : 25 Aug 2026, 06:28 PM

২০৩০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সব স্তরের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত না হলে নিবন্ধন বাতিল হয়ে যেতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন নির্বচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ।

মঙ্গলবার ঢাকায় এক সংলাপে দলগুলোকে নারী নেতৃত্ব বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।

'লেকশোর হাইটস' হোটেলে এ সংলাপ হয়। অংশীজনদের সামনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন তুলে ধরতে সংলাপ আয়োজন করা হয়।

আয়োজক ছিল অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) ও ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি)।

সংলাপে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিল; আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল অন্য নির্বাচনের চেয়ে ভালো।

ইসি সানাউল্লাহ মনে করেন, সংসদ নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হওয়ার 'মূল কারণ' ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা।

"সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে আশা করি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"

মনোনয়ন পেয়েই জয়ী হওয়ার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে মন্তব্য করে তিনি বলেন, "নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন; এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।"

প্রার্থী মনোনয়ন ও নারীর অংশগ্রহণের প্রসঙ্গ টেনে সানাউল্লাহ বলেন, সব স্তরের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব বাড়াতে রাজনৈতিক দলগুলোকে ভূমিকা রাখতে হবে।

"সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩% প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।"

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এএফইডি বোর্ড সদস্য ও ডেমোক্রেসি ওয়াচের এর চেয়ারপার্সন তালেয়া রহমান এবং সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সদস্য-সচিব মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ। সভাপতিত্ব করেন এএফইডি কো-চেয়ার রোকসানা খন্দকার। প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা।

সংসদ সদস্য, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, পর্যবেক্ষক সংস্থা, দাতা সংস্থা, নাগরিক সমাজ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

বণিকবার্তা
26-Aug-26 Page:1 Size:1520386 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 5,266

Election commissioner warns parties to ensure women's participation

Staff Correspondent
Publish: Tuesday August 25 2026, 17:41

Photo: Bonik Barta

The election commissioner said parties that fail to follow election rules could face action, while urging them to increase women's representation.

Political parties could lose their registration if they fail to ensure adequate participation of women in national elections, Election Commissioner Brigadier General (retd) Abul Fazal Md Sanaullah warned on Tuesday.

Speaking at a dialogue in Dhaka on the parliamentary election and referendum observation report, Sanaullah said parties that do not participate in elections according to the rules could be dropped from the selection process.

The commissioner said the main challenge in selecting election observers had been excluding associates of the previous "fascist government". Parliament holds the authority to make laws and the Election Commission implements them, he said, but political parties must take the lead in increasing women's representation in parliament.

Sanaullah said political parties' goodwill was behind the February 12 national election being free of violence. He expressed hope the same spirit would continue in the upcoming local government elections.

Electoral system reform commission member and election expert Dr Mohammad Abdul Alim, who also addressed the dialogue, stressed that the Election Commission should have a specific action plan and raise funds from internal sources to make future elections flawless.

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

দৈনিক ইত্তেফাক
26-Aug-26 Page:1 Size:1441962 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 420,000

দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব: ইসি

ইত্তেফাক ডিজিটাল রিপোর্ট
প্রকাশ : ২৫ আগস্ট ২০২৬, ১৭:১৪

নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ

রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

মো. সানাউল্লাহ বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা কাজে লাগাতে হবে। নির্বাচন কমিশন ভায়োলেন্স চায় না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রসঙ্গে আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তবে শুধু মনোনয়ন পেলেই কোনো প্রার্থী নির্বাচিত হবেন না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদেরও নির্বাচনের পরিবেশ সুন্দর রাখতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার নির্বাচনও গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা থাকবে কমিশনের।

ইত্তেফাক/এনএ

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

dailyobserver.com
26-Aug-26 Page:1 Size:1807983 col*inch
Tonality: Neutral, Reach: 4,400

জাতীয়

নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করলে দলগুলো নিবন্ধন হারাতে পারে : ইসি

অবজারভার প্রতিবেদক

প্রকাশিত: মঙ্গলবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৬, ৬:২০ পিএম

সংগৃহীত ছবি

জাতীয় নির্বাচনে নারীদের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করলে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিবন্ধন হারাতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ।

মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'সংসদীয় নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬'-এর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অংশীজনদের সঙ্গে আয়োজিত এক সংলাপ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সংলাপে নির্বাচন কমিশনার সানাউল্লাহ বলেন, 'জাতীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সহযোগীদের বাদ দেওয়া। আইন বানানোর এখতিয়ার সংসদের, আর তা বাস্তবায়ন করবে নির্বাচন কমিশন। তবে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে রাজনৈতিক দলগুলোকেই অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা রাখতে হবে। দলগুলো যদি ৩০ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে না পারে তাহলে দলগুলোর নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।

সেইসঙ্গে ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা ছিল বলেও জানান তিনি। আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও এই সদিচ্ছা বজায় থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তবে মনোনয়ন পেলেই কেউ নির্বাচিত হবেন না, বরং জনগণ ভোটের মাধ্যমে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য উপায়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন বলে জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে পর্যবেক্ষক সংস্থা অ্যালায়েন্স ফর ফ্রি ইলেকশন এন্ড ডেমোক্রেসি-এএফইডি জাতীয় নির্বাচন ২০২৬ পর্যবেক্ষণ করে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং কিছু সুপারিশ তুলে ধরে। সংস্থাটি তাদের রিপোর্টে জানায়, নির্বচনে নারীর অংশগ্রহণ কম ছিল।

এ সংলাপে অংশ নিয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. মোহাম্মদ আব্দুল আলীম সামনের নির্বাচনগুলো নিখুঁত করতে ইসির নির্দিষ্ট অ্যাকশন প্ল্যান থাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ফান্ড সংগ্রহের ওপর জোর দেন।

সংসদ সদস্য সাইফুল আলম মিলন ভোট গণনায় বিলম্ব ও কিছু কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের অনিরপেক্ষতার অভিযোগ তুলে বলেন, এতে তাদের দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিকে, সংসদ সদস্য শিরিন সুলতানা প্রবাসীদের জন্য পোস্টাল ব্যালটে প্রচারণার সুযোগ না থাকার বিষয়টি তুলে ধরেন। অন্যদিকে, সংসদ সদস্য নুসরাত তাবাসসুম জানান, ভবিষ্যতে নিজ দলের হয়ে নারী প্রার্থীর অংশগ্রহণ বাড়াতে কাজ করা হচ্ছে।

এফএস

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

NPB
26-Aug-26 Page:1 Size:1390350 col*inch
Tonality: Neutral, Reach: 10

জাতীয়

রাজনৈতিক দল বাতিল হতে পারে যে কারণে, জানালেন ইসি সানাউল্লাহ

NPB এনপিবি ডেস্ক

প্রকাশ : ২৫ আগস্ট ২০২৬, ০৬:৩৩ পিএম

নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। সতর্ক করে জানিয়েছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে দলগুলো।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। ওই আয়োজনে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে তুলে ধরা হয়। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) এবং ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) যৌথভাবে সংলাপটির আয়োজন করে।

সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন সানাউল্লাহ। তার মতে, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তিনি বলেন, 'সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে আশা করি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে।'

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত, এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার তাগিদও দেন এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, ভোটের মাধ্যমে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধিই নির্বাচিত হবেন এবং পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন; এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।'

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে সানাউল্লাহ জানান, রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটির প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টিও দলগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তার ভাষায়, 'সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩% প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।'

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

প্রকাশ
26-Aug-26 Page:1 Size:1958745 col*inch
Tonality: Neutral, Reach: 10

জাতীয়

দলে ৩৩% নারী নেতৃত্ব না থাকলে বাতিল হতে পারে নিবন্ধন: সানাউল্লাহ

প্রকাশ ডেস্ক
প্রকাশ: ২৫ আগস্ট ২০২৬, ০৭:১৪ পিএম

ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নির্বাচনে নারীদের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করলে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিবন্ধন হারাতে পারে বলে সতর্ক করেছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে দলগুলো।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। ওই আয়োজনে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে তুলে ধরা হয়। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) এবং ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) যৌথভাবে সংলাপটির আয়োজন করে।

সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন সানাউল্লাহ। তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সহযোগীদের বাদ দেয়া আইন বানানোর এখতিয়ার সংসদের, আর তা বাস্তবায়ন করবে নির্বাচন কমিশন। তবে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে রাজনৈতিক দলগুলোকেই অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, নির্বাচনে নিয়ম মেনে অংশ না নিলে দলগুলো বাছাই প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়তে পারে।

সানাউল্লাহ বলেন, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে আশা করি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে।

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত, এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার তাগিদও দেন এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, ভোটের মাধ্যমে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধিই নির্বাচিত হবেন এবং পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের

এ বিষয়ে তিনি বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন; এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে সানাউল্লাহ জানান, রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটির প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টিও দলগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তার ভাষায়, সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩% প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

আজকালের খবর
26-Aug-26 Page:1 Size:10 col*inch
Tonality: Neutral, Circulation: 151,729

ইসি সানাউল্লাহ দলে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব না থাকলে বাতিল হতে পারে নিবন্ধন

● নিজস্ব প্রতিবেদক

২০৩০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সব স্তরের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত না হলে নিবন্ধন বাতিল হয়ে যেতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়ে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ

বাকি অংশ দ্বিতীয় পাতায়

দলে ৩৩ শতাংশ নারী

প্রথম পাতার পর

সানাউল্লাহ দলগুলোকে নারী নেতৃত্ব বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় 'লেকশোর হাইটস' হোটেলে অংশীজনদের সামনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন তুলে ধরতে অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) ও ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) আয়োজিত সংলাপে তিনি এ আহ্বান জানান। ইসি সানাউল্লাহ মনে করেন, সংসদ নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হওয়ার 'মূল কারণ' ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। "সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে আশা করি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"

মনোনয়ন পেয়েই জয়ী হওয়ার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে মন্তব্য করে তিনি বলেন, "নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন; এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।"

প্রার্থী মনোনয়ন ও নারীর অংশগ্রহণের প্রসঙ্গ টেনে সানাউল্লাহ বলেন, সব স্তরের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব বাড়াতে রাজনৈতিক দলগুলোকে ভূমিকা রাখতে হবে। "সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩% প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।"

সংলাপে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিল, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল অন্য নির্বাচনের চেয়ে ভালো।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

আমাদেরসময়.কম
AMADERSHOMOY.COM
26-Aug-26 Page:1 Size:1280032 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 160,700

'দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব'

প্রকাশিত : ২৫ আগস্ট, ২০২৬, ০৬:০৬ বিকাল
আপডেট : ২৫ আগস্ট, ২০২৬, ০৮:৪২ রাত

রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

মো. সানাউল্লাহ বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা।

সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা কাজে লাগাতে হবে।
তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন একটি অনন্য নির্বাচন হয়েছে।
নির্বাচন কমিশন ভায়োলেন্স চায় না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রসঙ্গে আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তবে শুধু মনোনয়ন পেলেই কোনো প্রার্থী নির্বাচিত হবেন না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদেরও নির্বাচনের পরিবেশ সুন্দর রাখতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার নির্বাচনও গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা থাকবে কমিশনের।

নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়ে তিনি বলেন, সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা রাখতে হবে। নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।

নির্বাচন কমিশনার মো. সানাউল্লাহ বলেন, আইন প্রণয়নের এখতিয়ার সংসদের। সংসদ যে আইন করবে, নির্বাচন কমিশন সেটি বাস্তবায়ন করবে। রাজনৈতিক দলগুলো কী নিয়ম মেনে নির্বাচনে অংশ নেবে, তা আইনে আছে। কোনো রাজনৈতিক দল সেই নিয়ম না মানলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বাদ পড়তে পারে।

দি অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি নামের পর্যবেক্ষক সংস্থা আয়োজিত ডায়লগে বিভিন্ন দলের নেতারাও বক্তব্য রাখেন। সংস্থাটি জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে জানায়, জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিলো। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য নির্বাচনের চেয়ে ভালো থাকলেও নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কম ছিলো।

ডায়লগে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. মোহাম্মদ আব্দুল আলীম বলেন, সামনের নির্বাচনগুলো নির্ভুলভাবে করতে ইসির অ্যাকশন প্ল্যান থাকা জরুরি। নির্বাচনে ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে দেশের ভেতর থেকে কীভাবে ফান্ড সংগ্রহ করা যায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

সংসদ সদস্য সাইফুল আলম মিলন বলেন, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ভালো থাকলেও কোনো কোনো কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার নিরপেক্ষ ছিলো না। ভোট গণনায় অস্বচ্ছতা, অনিরপেক্ষতা ছিলো। ভোট গণনায় অনেক দেরি হয়েছে। এসব কারণে জামায়াত অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ইসি কিভাবে ভালো করবে সেটি নিয়ে প্রশ্ন আছে।

সংসদ সদস্য শিরিন সুলতানা বলেন, জাতীয় নির্বাচনে দেশের বাইরে পোস্টাল ব্যালটের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার সুযোগ ছিলো না।

২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩% নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত না করলে দলগুলোর নিবন্ধন বাতিল হতে পারে

স্টাফ করেসপন্ডেন্ট:-

প্রকাশ: ২৫ আগস্ট ২০২৬ । ২০:০৭ | আপডেট: ২৫ আগস্ট ২০২৬ । ২০:০৭

ফলো করুন-

রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে তুলে ধরা হয়। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) এবং ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) যৌথভাবে এ সংলাপের আয়োজন করে।

সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন নির্বাচন কমিশনার সানাউল্লাহ। তিনি বলেন, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তিনি বলেন, সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে বলে তিনি আশা করেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত—এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি বলেন, জনগণের ভোটেই তাদের পছন্দের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন। পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

সানাউল্লাহ বলেন, 'নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন; এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।'

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটির প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। পাশাপাশি সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টিও রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত।

তিনি বলেন, 'সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।'

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

সারাবাংলা
sarabangla.net
26-Aug-26 Page:1 Size:1087560 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 100,400

নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত না করলে বাতিল হতে পারে নিবন্ধন: ইসি সানাউল্লাহ

সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট
২৫ আগস্ট ২০২৬ ১৭:২৮ | আপডেট: ২৫ আগস্ট ২০২৬ ২০:৫৯

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ

ঢাকা: জাতীয় নির্বাচনে নারীদের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করলে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিবন্ধন হারাতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে 'সংসদীয় নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬'-এর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অংশীজনদের সঙ্গে আয়োজিত এক সংলাপ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সংলাপে নির্বাচন কমিশনার সানাউল্লাহ বলেন, 'জাতীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সহযোগীদের বাদ দেওয়া। আইন বানানোর এখতিয়ার সংসদের, আর তা বাস্তবায়ন করবে নির্বাচন কমিশন। তবে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে রাজনৈতিক দলগুলোকেই অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।'

তিনি আরও উল্লেখ করেন, নির্বাচনে নিয়ম মেনে অংশ না নিলে দলগুলো বাছাই প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়তে পারে।

সেইসঙ্গে ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা ছিল বলেও জানান তিনি। আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও এই সদিচ্ছা বজায় থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তবে মনোনয়ন পেলেই কেউ নির্বাচিত হবেন না, বরং জনগণ ভোটের মাধ্যমে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য উপায়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন বলে জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে পর্যবেক্ষক সংস্থা অ্যালায়েন্স ফর ফ্রি ইলেকশন এন্ড ডেমোক্রেসি-এএফইডি জাতীয় নির্বাচন ২০২৬ পর্যবেক্ষণ করে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং কিছু সুপারিশ তুলে ধরে। সংস্থাটি তাদের রিপোর্টে জানায়, জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিল, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য নির্বাচনের চেয়ে ভালো থাকলেও নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কম ছিল।

এ সংলাপে অংশ নিয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. মোহাম্মদ আব্দুল আলীম সামনের নির্বাচনগুলো নিখুঁত করতে ইসির নির্দিষ্ট অ্যাকশন প্ল্যান থাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ফান্ড সংগ্রহের ওপর জোর দেন।

সংসদ সদস্য সাইফুল আলম মিলন ভোট গণনায় বিলম্ব ও কিছু কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের অনিরপেক্ষতার অভিযোগ তুলে বলেন, এতে তাদের দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিকে, সংসদ সদস্য শিরিন সুলতানা প্রবাসীদের জন্য পোস্টাল ব্যালটে প্রচারণার সুযোগ না থাকার বিষয়টি তুলে ধরেন। অন্যদিকে, সংসদ সদস্য নুসরাত তাবাসসুম জানান, ভবিষ্যতে নিজ দলের হয়ে নারী প্রার্থীর অংশগ্রহণ বাড়াতে কাজ করা হচ্ছে।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

star news
26-Aug-26 Page:1 Size:1067370 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 4,500

দলে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব না থাকলে বাতিল হতে পারে নিবন্ধন: সানাউল্লাহ

২৫ আগস্ট ২০২৬, ০৬:২৭ পিএম

নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। সতর্ক করে জানিয়েছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে দলগুলো।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। ওই আয়োজনে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে তুলে ধরা হয়। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) এবং ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) যৌথভাবে সংলাপটির আয়োজন করে।

সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন সানাউল্লাহ। তার মতে, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তিনি বলেন, 'সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে আশা করি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে।'

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত, এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার তাগিদও দেন এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, ভোটের মাধ্যমে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধিই নির্বাচিত হবেন এবং পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন; এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।'

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে সানাউল্লাহ জানান, রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটির প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টিও দলগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তার ভাষায়, 'সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩% প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।'

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

ZOOM BANGLA.com
DREAMS A POSITIVE BANGLADESH
26-Aug-26 Page:1 Size:1719900 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 11,700

দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব: নির্বাচন কমিশনার

By Tarek Hasan Aug 25, 2026, 12:29 PM Asia/Dhaka 5 Min Read

রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

সানাউল্লাহ বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হয়েছে। এর অন্যতম কারণ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা কাজে লাগাতে হবে।

তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন একটি অনন্য নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন কমিশন কোনো ধরনের সহিংসতা চায় না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রসঙ্গে সানাউল্লাহ বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তবে শুধু মনোনয়ন পেলেই কোনো প্রার্থী নির্বাচিত হবেন না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য এবং জনগণের ভোটেই জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদেরও নির্বাচনের পরিবেশ সুন্দর রাখতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার নির্বাচনও গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা থাকবে কমিশনের।

নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়ে তিনি বলেন, সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা রাখতে হবে। নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।

নির্বাচন কমিশনার বলেন, আইন প্রণয়নের এখতিয়ার সংসদের। সংসদ যে আইন করবে, নির্বাচন কমিশন সেটি বাস্তবায়ন করবে। রাজনৈতিক দলগুলো কী নিয়ম মেনে নির্বাচনে অংশ নেবে, তা আইনে নির্ধারিত আছে। কোনো রাজনৈতিক দল সেই নিয়ম না মানলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বাদ পড়তে পারে।

দি অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি আয়োজিত এ সংলাপে বিভিন্ন দলের নেতারাও বক্তব্য দেন। সংস্থাটি ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানিয়েছে, জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য নির্বাচনের তুলনায় ভালো থাকলেও নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কম ছিল।

সংলাপে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. মোহাম্মদ আব্দুল আলীম বলেন, সামনের নির্বাচনগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশনের একটি সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকা জরুরি। নির্বাচনী অর্থায়নের ক্ষেত্রে দেশের ভেতর থেকে কীভাবে অর্থ সংগ্রহ করা যায়, সেদিকেও নজর দিতে হবে।

সংসদ সদস্য সাইফুল আলম মিলন বলেন, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ভালো থাকলেও কোনো কোনো কেন্দ্রে প্রিসাইডিং ও পোলিং কর্মকর্তারা নিরপেক্ষ ছিলেন না। ভোট গণনায় অস্বচ্ছতা ও অনিরপেক্ষতার অভিযোগ ছিল। ভোট গণনায় অনেক দেরি হয়েছে। এসব কারণে জামায়াত অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ইসি কীভাবে আরও ভালো করবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

সংসদ সদস্য শিরিন সুলতানা বলেন, জাতীয় নির্বাচনে দেশের বাইরে পোস্টাল ব্যালটের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার সুযোগ ছিল না।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

BD 24 LiVE
www.bd24live.com 24 HOURS WITH NEWS
26-Aug-26 Page:1 Size:1168295 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 15,000

স্থানীয় নির্বাচনে সহিংসতা চায় না কমিশন: ইসি সানাউল্লাহ

প্রকাশিত : ২৫ আগস্ট,
২০২৬, ০৫:২৫ বিকাল

ছবি: সংগৃহীত

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকলেও কোনো ধরনের সহিংসতা চায় না নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা ও দায়িত্বশীল ভূমিকা থাকলে সহিংসতামুক্ত ও গ্রহণযোগ্য স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়ে তিনি বলেন, সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা রাখতে হবে। নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।

তিনি বলেন, আইন প্রণয়নের এখতিয়ার সংসদের। সংসদ যে আইন করবে, নির্বাচন কমিশন সেটি বাস্তবায়ন করবে। রাজনৈতিক দলগুলো কী নিয়ম মেনে নির্বাচনে অংশ নেবে, তা আইনে বলা আছে। কোনো রাজনৈতিক দল সেই নিয়ম না মানলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বাদ পড়তে পারে।

সানাউল্লাহ বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা কাজে লাগাতে হবে।

তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন একটি অনন্য নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ভায়োলেন্স চায় না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তবে শুধু মনোনয়ন পেলেই কোনো প্রার্থী নির্বাচিত হবেন না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদেরও নির্বাচনের পরিবেশ সুন্দর রাখতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার নির্বাচনও গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা থাকবে কমিশনের।

দি অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি নামের পর্যবেক্ষক সংস্থা আয়োজিত ডায়লগে বিভিন্ন দলের নেতারাও বক্তব্য রাখেন। সংস্থাটি জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে জানায়, জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিলো। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য নির্বাচনের চেয়ে ভালো থাকলেও নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কম ছিলো।

ডায়লগে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. মোহাম্মদ আব্দুল আলীম বলেন, সামনের নির্বাচনগুলো নির্ভুলভাবে করতে ইসির একশন প্ল্যান থাকা জরুরী। নির্বাচনে ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে দেশের ভেতর থেকে কিভাবে ফান্ড সংগ্রহ করা যায় তা লক্ষ রাখতে হবে।

সংসদ সদস্য সাইফুল আলম মিলন বলেন, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ভালো থাকলেও কোনো কোনো কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার নিরপেক্ষ ছিলো না। ভোট গণনায় অসচ্ছতা, অনিরপেক্ষতা ছিলো। ভোট গননায় অনেক দেরি হয়েছে। এসব কারণে জামায়াত অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ইসি কিভাবে ভালো করবে সেটি নিয়ে প্রশ্ন আছে।

সংসদ সদস্য শিরিন সুলতানা বলেন, জাতীয় নির্বাচনে দেশের বাইরে পোষ্টাল ব্যালটের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারনার সুযোগ ছিলো না।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

DESH TV
26-Aug-26 Page:1 Size:1996299 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 1,254

দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব: নির্বাচন কমিশনার

ডেস্ক রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৬, ১৭:০৯

ছবি: সংগৃহীত

রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

সানাউল্লাহ বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হয়েছে। এর অন্যতম কারণ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা কাজে লাগাতে হবে।

তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন একটি অনন্য নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন কমিশন কোনো ধরনের সহিংসতা চায় না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রসঙ্গে সানাউল্লাহ বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তবে শুধু মনোনয়ন পেলেই কোনো প্রার্থী নির্বাচিত হবেন না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য এবং জনগণের ভোটেই জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদেরও নির্বাচনের পরিবেশ সুন্দর রাখতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার নির্বাচনও গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা থাকবে কমিশনের।

নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়ে তিনি বলেন, সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা রাখতে হবে। নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।

নির্বাচন কমিশনার বলেন, আইন প্রণয়নের এখতিয়ার সংসদের। সংসদ যে আইন করবে, নির্বাচন কমিশন সেটি বাস্তবায়ন করবে। রাজনৈতিক দলগুলো কী নিয়ম মেনে নির্বাচনে অংশ নেবে, তা আইনে নির্ধারিত আছে। কোনো রাজনৈতিক দল সেই নিয়ম না মানলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বাদ পড়তে পারে।

দি অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি আয়োজিত এ সংলাপে বিভিন্ন দলের নেতারাও বক্তব্য দেন। সংস্থাটি ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানিয়েছে, জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য নির্বাচনের তুলনায় ভালো থাকলেও নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কম ছিল।

সংলাপে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. মোহাম্মদ আব্দুল আলীম বলেন, সামনের নির্বাচনগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশনের একটি সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকা জরুরি। নির্বাচনী অর্থায়নের ক্ষেত্রে দেশের ভেতর থেকে কীভাবে অর্থ সংগ্রহ করা যায়, সেদিকেও নজর দিতে হবে।

সংসদ সদস্য সাইফুল আলম মিলন বলেন, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ভালো থাকলেও কোনো কোনো কেন্দ্রে প্রিসাইডিং ও পোলিং কর্মকর্তারা নিরপেক্ষ ছিলেন না। ভোট গণনায় অস্বচ্ছতা ও অনিরপেক্ষতার অভিযোগ ছিল। ভোট গণনায় অনেক দেরি হয়েছে। এসব কারণে জামায়াত অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ইসি কীভাবে আরও ভালো করবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

সংসদ সদস্য শিরিন সুলতানা বলেন, জাতীয় নির্বাচনে দেশের বাইরে পোস্টাল ব্যালটের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার সুযোগ ছিল না।

এমএস/

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

bahanno NEWS.COM
26-Aug-26 Page:1 Size:1545902 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 46,000

দলে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব না থাকলে বাতিল হতে পারে নিবন্ধন: সানাউল্লাহ

স্টাফ রিপোর্টার
প্রকাশ : ২৫ আগস্ট ২০২৬, ০৮ : ১৫ পি.এম.

রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। সতর্ক করে জানিয়েছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে দলগুলো।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। ওই আয়োজনে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে তুলে ধরা হয়। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) এবং ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) যৌথভাবে সংলাপটির আয়োজন করে।

সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন সানাউল্লাহ। তার মতে, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তিনি বলেন, 'সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে আশা করি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে।'

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত, এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার তাগিদও দেন এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, ভোটের মাধ্যমে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধিই নির্বাচিত হবেন এবং পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন; এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।'

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে সানাউল্লাহ জানান, রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটির প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টিও দলগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তার ভাষায়, 'সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩% প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।'

DhakaJournal.com
26-Aug-26 Page:1 Size:1256400 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 13

দলে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব না থাকলে বাতিল হতে পারে নিবন্ধন: সানাউল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক

আগস্ট ২৫, ২০২৬, ২০:১৫ || আপডেট: আগস্ট ২৫, ২০২৬, ২০:১৫

রাজনৈতিক দলের সব স্তরের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে দলগুলোর নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকি থাকবে।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। 'অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' (এএফইডি) এবং 'ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি' (ইপিডি) যৌথভাবে এই সংলাপের আয়োজন করে, যেখানে দেশের জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে তুলে ধরা হয়।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন ও সহিংসতা রোধে কঠোর বার্তা সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেন নির্বাচন কমিশনার। তার মতে, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে। তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় কমিশন এ বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে বলে জানান তিনি। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি পর্যাপ্ত ও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত—এমন ভ্রান্ত ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার তাগিদ দেন এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। কেউ যদি মনে করেন মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন, তবে তা ভুল। স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ভোটেই কেবল প্রকৃত জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর ওপর জোর দিয়ে সানাউল্লাহ জানান, রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটির প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টি দলগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

তিনি আরও বলেন, 'আরপিও অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দলের সব স্তরে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক দলগুলোকে পূরণ করতে হবে। এটি নিশ্চিত করা না হলে দলগুলোর নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।'

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

অভয়নগর
অপরাধ অনুসন্ধানমূলক দেশ ও জনগণের পত্রিকা

26-Aug-26 Page:1 Size:1202448 col*inch
Tonality: Neutral, Reach: 10

দলে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব না থাকলে বাতিল হতে পারে নিবন্ধন: সানাউল্লাহ

মোঃ ইসমাইল হোসেন

Update Time : Tuesday, August 25, 2026/41 Time View/Share

প্রিন্ট নিউজ

রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলো এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে তাদের নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অংশীজনদের সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (এএফইডি) ও ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) যৌথভাবে এ সংলাপের আয়োজন করে।

সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে বক্তব্য দেন সানাউল্লাহ। তিনি বলেন, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত রাখার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলো একই ধরনের দায়িত্বশীলতা দেখাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। স্থানীয় নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা তুলনামূলক বেশি হওয়ায় নির্বাচন কমিশন বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখবে বলেও জানান। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করার দায়িত্ব কমিশনের।

মনোনয়ন পেলেই নির্বাচনে জয় নিশ্চিত–এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি বলেন, জনগণের ভোটেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন এবং পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ রাখা হবে। নারী নেতৃত্বের বিষয়ে তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিটি স্তরের কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টিও রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে হবে। তা না হলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে বলে সতর্ক করেন তিনি।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

যুগবার্তা
jugobarta.com
26-Aug-26 Page:1 Size:1500912 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 641

৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে: ইসি সানাউল্লাহ

প্রকাশ : 26 Aug 2026

Facebook Messenger Twitter WhatsApp

স্টাফ রিপোর্টার: রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। তিনি সতর্ক করে জানিয়েছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে দলগুলোর নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) এবং ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) যৌথভাবে এই সংলাপের আয়োজন করে। ওই আয়োজনে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে তুলে ধরা হয়। সংলাপে নির্বাচন কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সানাউল্লাহ বলেন, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোকে কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। মূলত ২০০৮ সালে আরপিও সংশোধনের সময় এই শর্ত যুক্ত করা হয়েছিল এবং তখন ২০২০ সালের মধ্যে লক্ষ্য পূরণের কথা বলা হয়। পরবর্তীতে কোনো দলই শর্ত পূরণ করতে না পারায় সময়সীমা বাড়িয়ে ২০৩০ সাল করা হয়েছে। এবার আর সময়সীমা বাড়ানো হবে না বলে তিনি স্পষ্ট করেন।

তিনি প্রস্তাব করেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলে দলের নিবন্ধন বাতিলের বিষয়টি সংস্কার প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তার মতে, এটি অন্তর্ভুক্ত হলে দলগুলো এ বিষয়ে আরও দায়িত্বশীল ও সচেতন হবে। একই সঙ্গে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টিও দলগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়েও কথা বলেন এই নির্বাচন কমিশনার। তার মতে, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত, এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার তাগিদও দেন সানাউল্লাহ। তিনি বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন, এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য এবং জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

মুক্তকণ্ঠ
26-Aug-26 Page.1 Size.2345000 col*inch
Tonality. Positive, Reach. 10

৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব না থাকলে নিবন্ধন বাতিলের হুঁশিয়ারি

মুক্তকণ্ঠ ডেস্ক ১৫ ঘণ্টা আগে

রাজনৈতিক দলগুলোর সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে দলগুলোর নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। এই আয়োজনে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে তুলে ধরা হয়। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) এবং ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্র্যাসি (ইপিডি) যৌথভাবে সংলাপটির আয়োজন করে।

সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেন সানাউল্লাহ। তার মতে, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তিনি বলেন, "সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে আশা করি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত, এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার তাগিদও দেন এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, ভোটের মাধ্যমে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধিই নির্বাচিত হবেন এবং পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, "নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন; এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।"

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে সানাউল্লাহ জানান, রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটির প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টিও দলগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তার ভাষায়, "সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।"

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

NEWS NOW 24
26-Aug-26 Page:1 Size:1279720 col*inch
Tonality: Neutral, Reach: 15,800

জাতীয়

দলে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব না থাকলে বাতিল হতে পারে নিবন্ধন : সানাউল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকাশ : ২৫ আগস্ট ২০২৬, ২০ :১৮

ছবি : সংগৃহীত

রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে রাজনৈতিক দলগুলো নিবন্ধন বাতিলের ঝুঁকিতে পড়বে।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। ওই আয়োজনে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে তুলে ধরা হয়। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) এবং ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) যৌথভাবে সংলাপটির আয়োজন করে।

সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন সানাউল্লাহ। তার মতে, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তিনি বলেন, 'সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে আশা করি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে।'

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত, এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার তাগিদও দেন এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, ভোটের মাধ্যমে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধিই নির্বাচিত হবেন এবং পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন; এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।'

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে সানাউল্লাহ জানান, রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটির প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। একই সাথে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টিও দলগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সাথে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তার ভাষায়, 'সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩% প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।'

নিউজনাউ/বিজে/২০২৬

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

NB News Bangla24.com
26-Aug-26 Page:1 Size:2797410 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 3,200

স্থানীয় নির্বাচন পিছিয়ে নভেম্বরে আয়োজনের পরিকল্পনা ইসির

নিজস্ব প্রতিবেদক ২৬ আগস্ট, ২০২৬ ০০:০৪

ফাইল ছবি

আগামী অক্টোবরে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজনের আগের পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। একমাস পিছিয়ে নভেম্বরে এই নির্বাচন শুরু হতে পারে। তবে এর আগে অক্টোবরের শেষভাগে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ছেড়ে দেওয়া ঠাকুরগাঁও-১ আসনে উপনির্বাচন আয়োজনের কথা ভাবছে সংস্থাটি।

ইসি সূত্র বলছে, মূলত উপনির্বাচন আয়োজনের কারণেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন একমাস পেছানোর এমন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে আগামী সেপ্টেম্বরে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে। আইন অনুযায়ী, ভোটের ৪৫ দিন আগে তফসিল ঘোষণা করতে হয়।

এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সাংবাদিকদের বলেন, ‘কোনো আসন শূন্য ঘোষণা করা হলে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করতে হয়। এটা আইনের বাধ্যবাধকতা। ঠাকুরগাঁও-১ আসনটি এরই মধ্যে শূন্য হয়েছে। এই কারণে আগামী অক্টোবরের শেষে ঠাকুরগাঁও-১ আসনের উপনির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা করছে ইসি।’

তাহলে স্থানীয় সরকার নির্বাচন কবে থেকে- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘ইসি আগে অক্টোবর থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের পরিকল্পনা করে এসেছে। এখনো সব প্রস্তুতি আগামী অক্টোবরের মধ্যেই শেষ করা হবে। কিন্তু ভোট গ্রহণের পরিকল্পনা এখন নভেম্বর করা হচ্ছে।’

আবদুর রহমানেল মাছউদ বলেন, ‘আমরা সবসময়ই বলে আসছি, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি- এগুলো নির্বাচনের জন্য সবচেয়ে সহায়ক মাস। এই মাসগুলোর মধ্যে এপ্রিলও ধরা যেতে পারে। এখন এর মধ্যে দুর্গাপূজা, রমজান কিংবা পরীক্ষা বা বার্ষিক পরীক্ষা আছে কি না অথবা বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে কি না- এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েই আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনের পরিকল্পনা করছি।’

তিনি বলেন, 'তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের তফসিল নিয়ে ইসিতে কোনো আলোচনা হয়নি। আমরা কেবল ভোটের সহায়ক সময় নিয়ে আলোচনা করেছি। আইন অনুযায়ী যেদিন ভোট গ্রহণ করা হবে, তার ৪৫ দিন আগে তফসিল ঘোষণা করতে হয়। তার মানে, নভেম্বরে যদি ভোট হয়, তাহলে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে।'

কোন প্রতিষ্ঠান দিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরু করতে চান জানতে চাইলে এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'আমরা ইউনিয়ন পরিষদ দিয়ে শুরু করব। একসঙ্গে পৌরসভাও করতে পারি। এরপর উপজেলা, সিটি করপোরেশন ও জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।'

আইন মন্ত্রণালয় থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আচরণবিধিমালা চূড়ান্ত হয়ে এসেছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আচরণবিধি এসে পড়েছে। তবে আমরা নির্বাচনের বিধিমালার সুপারিশগুলো এখনো পাঠাইনি। আমরা আইনে আরও কিছু পরিবর্তন আনার চিন্তা করছি। এ কারণে এখনো পাঠাইনি।'

এর আগে গত বৃহস্পতিবার দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিজয়ী হন। ওই দিনই নির্বাচন কমিশন তাকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করে। পরদিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন তিনি। পরদিন সংসদ সচিবালয় থেকে রাষ্ট্রপতির সংসদীয় আসন ঠাকুরগাঁও-১ শূন্য ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশনে ফাইল দেওয়া হয়।

দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব: ইসি সানাউল্লাহ

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে দ্য অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি নামের পর্যবেক্ষক সংস্থা আয়োজিত সংলাপে নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, 'গত ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় সরকার নির্বাচনও সম্ভব। কাজেই সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা কাজে লাগাতে হবে।'

তিনি বলেন, 'ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন একটি অনন্য নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন কমিশন স্থানীয় নির্বাচনেও ভায়োলেন্স চায় না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। এই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব কমিশনের। তবে শুধু মনোনয়ন পেলেই কোনো প্রার্থী নির্বাচিত হবেন না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।'

সানাউল্লাহ বলেন, 'রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদেরও নির্বাচনের পরিবেশ সুন্দর রাখতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার নির্বাচনও গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা থাকবে কমিশনের।'

নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়ে তিনি বলেন, 'সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা রাখতে হবে। নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।'

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'আইন প্রণয়নের এখতিয়ার সংসদের। সংসদ যে আইন করবে, নির্বাচন কমিশন সেটি বাস্তবায়ন করবে। রাজনৈতিক দলগুলো কী নিয়ম মেনে নির্বাচনে অংশ নেবে, তা আইনে আছে। কোনো রাজনৈতিক দল সেই নিয়ম না মানলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বাদ পড়তে পারে।'

অনুষ্ঠানে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. মোহাম্মদ আব্দুল আলীম বলেন, 'সামনের নির্বাচনগুলো নির্ভুলভাবে করতে ইসির অ্যাকশন প্ল্যান থাকা জরুরি। নির্বাচনে ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে দেশের ভেতর থেকে কীভাবে ফান্ড সংগ্রহ করা যায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।'

সংসদ সদস্য সাইফুল আলম মিলন বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ভালো থাকলেও কোনো কোনো কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার নিরপেক্ষ ছিল না। ভোট গণনায় অস্বচ্ছতা, অনিরপেক্ষতা ছিল। ভোট গণনায় অনেক দেরি হয়েছে। এসব কারণে জামায়াত অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ইসি কীভাবে ভালো করবে সেটি নিয়ে প্রশ্ন আছে।'

সংসদ সদস্য শিরিন সুলতানা বলেন, 'জাতীয় নির্বাচনে দেশের বাইরে পোস্টাল ব্যালটের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার সুযোগ ছিল না।'

ডায়লগে বিভিন্ন দলের নেতারা বক্তব্য রাখেন। সংস্থাটি জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে জানায়, জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য নির্বাচনের চেয়ে ভালো ছিল। তবে নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কম ছিল।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ
অদম্য সাহসের সাথে দুরন্ত সংবাদ | pkagoj.com
26-Aug-26 Page:1 Size:1174284 col*inch
Tonality: Neutral, Reach: 416

জাতীয়

দলে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব না থাকলে বাতিল হতে পারে নিবন্ধন : সানাউল্লাহ

অনলাইন ডেস্ক , প্রতিদিনের কাগজ
প্রকাশিত: ২৫ আগস্ট, ২০২৬, ০৮:২৭ পিএম

Shares

ফাইল ফটো

রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। ২০৩০ সালের মধ্যে এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে দলগুলো বলে সতর্ক করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। ওই আয়োজনে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে তুলে ধরা হয়। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) এবং ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) যৌথভাবে সংলাপটির আয়োজন করে।

সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন সানাউল্লাহ। তার মতে, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এসময় তিনি বলেন, সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে আশা করি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তার ভাষায়, সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩% প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত, এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার তাগিদও দেন এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, ভোটের মাধ্যমে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধিই নির্বাচিত হবেন এবং পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন; এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে সানাউল্লাহ জানান, রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটির প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টিও দলগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত।

আপনার মতামত লিখুন :

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

প্রতিদিনের বাংলাদেশ
26-Aug-26 Page:1 Size:1793890 col*inch
Tonality: Neutral, Reach: 65

৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব না থাকলে বাতিল হতে পারে নিবন্ধন: ইসি

প্রবা প্রতিবেদক

প্রকাশ : ১৪ ঘণ্টা আগে

শেয়ার করুন-

কমিশনার (ইসি) আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। ছবি: ভিডিও থেকে

রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। ২০৩০ সালের মধ্যে এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে দলগুলো বলে সতর্ক করেছেন তিনি।

রাজধানীর একটি হোটেলে মঙ্গলবার আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন।

ওই আয়োজনে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে তুলে ধরা হয়। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (এএফইডি) এবং ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) যৌথভাবে সংলাপটির আয়োজন করে।

সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন সানাউল্লাহ। তার মতে, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এ সময় তিনি বলেন, "সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে আশা করি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে"।

তার ভাষায়, সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩% প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত, এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার তাগিদও দেন এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, ভোটের মাধ্যমে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধিই নির্বাচিত হবেন এবং পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, "নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন, এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন"।

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে সানাউল্লাহ জানান, রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটির প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টিও দলগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

বাংলাবাজার পত্রিকা
26-Aug-26 Page:1 Size:1745151 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 5

৩৩% নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত না হলে দলের নিবন্ধন বাতিল হতে পারে

বিশেষ প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ৮:৩৪ অপরাহ্ন, ২৫ অগাস্ট ২০২৬ | আপডেট: ৮:৩৪ অপরাহ্ন, ২৫ অগাস্ট ২০২৬

ছবি: সংগৃহীত

২০৩০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সব স্তরের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট দলের নিবন্ধন বাতিল হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। একই সঙ্গে সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে রাজনৈতিক দলগুলোকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে উপস্থাপন উপলক্ষে এ সংলামের আয়োজন করে অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) ও ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি)।

রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে ইসি সানাউল্লাহ বলেন, "আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।"

তিনি বলেন, সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর ওপরই নির্ভর করে। দলগুলোর সব পর্যায়ের কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর পাশাপাশি নির্বাচনে নারী প্রার্থী মনোনয়নেও তাদের ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে।

সংলাপে সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গেও বক্তব্য দেন নির্বাচন কমিশনার সানাউল্লাহ। তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছাই ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। আগামী স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও দলগুলো সেই সদিচ্ছা ধরে রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

তিনি বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা তুলনামূলক বেশি থাকায় নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ রাখতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মনোনয়ন পাওয়াকেই নির্বাচনে জয় নিশ্চিত হওয়ার নিশ্চয়তা মনে করার সংস্কৃতি থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে সানাউল্লাহ বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। তবে জনগণের ভোটেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন।

তিনি বলেন, অনেকের মধ্যে এমন ধারণা রয়েছে যে দলীয় মনোনয়ন পেলেই নির্বাচনে জয় নিশ্চিত। এ ধরনের ধারণার কোনো সুযোগ থাকবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য এবং জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন।

সংলাপে উপস্থাপিত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় এবার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও ভালো ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন এএফইডি বোর্ড সদস্য ও ডেমোক্রেসি ওয়াচের চেয়ারপার্সন তালেয়া রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এএফইডির সদস্য-সচিব মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ। এএফইডির কো-চেয়ার রোকসানা খন্দকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্যানেল আলোচনায় নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন অংশ নেন।

সংলাপে সংসদ সদস্য, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধি, দাতা সংস্থা, নাগরিক সমাজ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

সময়ের আলো
26-Aug-26 Page:1 Size:1712502 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 21,700

দলে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব না থাকলে বাতিল হতে পারে নিবন্ধন : সানাউল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকাশ: মঙ্গলবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৬, ৭:৩০ পিএম

নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। সংগৃহীত ছবি

রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। ২০৩০ সালের মধ্যে এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে দলগুলো বলে সতর্ক করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। ওই আয়োজনে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে তুলে ধরা হয়। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) এবং ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) যৌথভাবে সংলাপটির আয়োজন করে।

সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন সানাউল্লাহ। তার মতে, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এসময় তিনি বলেন, সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে আশা করি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তার ভাষায়, সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩% প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত, এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার তাগিদও দেন এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, ভোটের মাধ্যমে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধিই নির্বাচিত হবেন এবং পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন; এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে সানাউল্লাহ জানান, রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটির প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টিও দলগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত।

সময়ের আলো/ইউএমএইচ

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

bangladarpan
26 Aug 26 Page:1 Size:2392156 co*inch
Tonality: Positive, Reach: 296

দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব: ইসি সানাউল্লাহ

অনলাইন ডেস্ক
অনলাইন ডেস্ক।।
প্রকাশ: ২৫ আগস্ট, ২০২৬ - ১৯:৫৫ • পঠিত: 5 বার

দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব: ইসি সানাউল্লাহ

নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সাধারণত সহিংসতা বেশি হয়। তবে কমিশন কোনো ধরনের সহিংসতা চায় না। রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে দি অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি নামের পর্যবেক্ষক সংস্থা আয়োজিত ডায়ালগে এসব কথা বলেন তিনি।

সংস্থাটি জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে জানায়, জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিল। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য নির্বাচনের চেয়ে ভালো থাকলেও নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কম ছিল।

সানাউল্লাহ বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা কাজে লাগাতে হবে।

ইসি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন একটি অনন্য নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ভায়োলেন্স চায় না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে সানাউল্লাহ বলেন, সরকারি ফলাফল ঘোষণার আগেই কেন্দ্র, সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তার পর্যায়ে বেসরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত এজেন্টদের স্বাক্ষরিত ফলাফল শিটই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য ফলাফল বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এবার প্রথমবারের মতো সব কেন্দ্রের স্বাক্ষরিত ফলাফল ইসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। তাঁর ভাষায়, 'প্রথমবারের মতো আমরা ১০০% সেন্টারের এই স্বাক্ষরিত ফলাফল ওয়েবসাইটে পোস্ট করেছি। আপনারা ইউ ক্যান চেক।'

কোনো কেন্দ্রে ফলাফল ঘোষণায় বিলম্ব হয়ে থাকলে নির্দিষ্ট তথ্য দেওয়ার আহ্বানও জানান তিনি। বলেন, 'বাংলাদেশের কোনো কেন্দ্রে কেন্দ্রে ফলাফল ঘোষণা করতে দেরি হয়েছে তাহলে আমরা কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে নাম ঠিকানা দিয়ে বললে পরে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি।'

ভোট গণনায় অস্বচ্ছতা ও অনিরপেক্ষতার কারণে জামায়াত তিনটি আসনে জয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন জামায়াতের নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন। তিনি বলেন, সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় রিটার্নিং কর্মকর্তারা এজেন্টদের কাছ থেকে ফলাফলের কাগজে আগেই স্বাক্ষর নিয়ে রেখেছিলেন।

সাইফুল আলম বলেন, এ ক্ষেত্রে এজেন্টদেরও দায় আছে। 'এজেন্টদেরও দায়িত্ব আছে সই কেন করবেন তারা, কেন সাইন দিলেন? সে ক্ষেত্রে আমাদেরও দায়িত্ব আছে।'

সাইফুলের দাবি, ভোট গণনায় সারা দেশেই অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে এবং স্বচ্ছতা ছিল না। তাঁর ভাষায়, 'ঢাকা সিটিতে আমাদের মামুনুল হক সাহেবের সিট, আরেকটা সিটের কথা উল্লেখ করলাম না—এই তিনটা সিটই আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু ভোট গণনায় অস্বচ্ছতা এবং অনিরপেক্ষতার কারণে এই তিনটা সিট আমাদের হারাইতে হইছে।' একই সঙ্গে বিপুলসংখ্যক পোস্টাল ভোট বাতিলের কারণে জামায়াত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও দাবি করেন সাইফুল আলম।

প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে পক্ষপাতিত্ব ছিল বলেও অভিযোগ করেন বিএনপির এমপি শিরিন সুলতানা। তাঁর ব্যক্তিগত ও দলীয় পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অনেকে একটি দলের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন। তবে নির্বাচনকে পক্ষপাতদুষ্ট করার ক্ষেত্রে শুধু নির্বাচন কমিশন নয়, সরকারের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

রিন সুলতানা বলেন, 'আমি যদি বলি যে আমাদের যে পরিমাণ সিট পাওয়ার কথা ছিল সে কাঙ্ক্ষিত সিট কিন্তু আমরা পাইনি পক্ষপাতিত্বের কারণে।'

পোস্টাল ভোটকে এবারের নির্বাচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান। তবে বিদেশে এ বিষয়ে প্রচারণা যথেষ্ট হয়নি বলে মনে করেন তিনি। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে অনেক ভোটার পোস্টাল ভোট দেওয়ার পদ্ধতি বুঝতে পারেননি বলে জানান।

নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. আব্দুল আলীম বলেন, সামনের নির্বাচনগুলো নির্ভুলভাবে করতে ইসির অ্যাকশন প্ল্যান থাকা জরুরি। নির্বাচনে ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে দেশের ভেতর থেকে কীভাবে ফান্ড সংগ্রহ করা যায় তা লাখ রাখতে হবে।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

বাংলাদেশ টাইমস
26-Aug-26 Page:1 Size:1514880 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 18,200

দলে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব না থাকলে বাতিল হতে পারে নিবন্ধন: সানাউল্লাহ

জাতীয়

শেয়ার করুন:

ছবি: সংগৃহীত

মোজো ডেস্ক

০৭:৪০ পিএম | ২৫ আগস্ট, ২০২৬

রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। সতর্ক করে জানিয়েছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে দলগুলো।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। ওই আয়োজনে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে তুলে ধরা হয়। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) এবং ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) যৌথভাবে সংলাপটির আয়োজন করে।

সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন সানাউল্লাহ। তার মতে, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তিনি বলেন, 'সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে আশা করি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে।'

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত, এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার তাগিদও দেন এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, ভোটের মাধ্যমে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধিই নির্বাচিত হবেন এবং পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন; এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।'

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে সানাউল্লাহ জানান, রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটির প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টিও দলগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তার ভাষায়, 'সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩% প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।'

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

bd24report.com
26-Aug-26 Page:1 Size:801950 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 7,400

রাজনৈতিক দল বাতিল হতে পারে যে কারণে, জানালেন ইসি সানাউল্লাহ

ডেস্ক রিপোর্ট আপডেট সময় ০৬:৫৬:৩৩ অপরাহ্ন, মঙ্গলবার, ২৫ অগাস্ট ২০২৬

৩৯ বার পড়া হয়েছে

রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। একই সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিলের ঝুঁকি রয়েছে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে এসব কথা বলেন নির্বাচন কমিশনার। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি ও ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি যৌথভাবে এ সংলাপের আয়োজন করে।

সানাউল্লাহ বলেন, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও দলগুলোর এমন সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় নির্বাচন কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে জানিয়ে তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েনসহ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত—এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার আহ্বানও জানান এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি বলেন, জনগণের ভোটেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন এবং নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করাই কমিশনের দায়িত্ব।

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে সানাউল্লাহ বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিটি স্তরের কমিটিতে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

তিনি সতর্ক করে বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

ক্যাম্পাস টাইমস
26-Aug-26 Page:1 Size:1725420 col*inch
Tonality: Neutral, Reach: 12,800

দলে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব না থাকলে বাতিল হতে পারে নিবন্ধন: নির্বাচন কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ২৫ আগস্ট, ২০২৬ ১৮:৪২

ছবি: সংগৃহীত

রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। সতর্ক করে জানিয়েছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে দলগুলো।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। ওই আয়োজনে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে তুলে ধরা হয়। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) এবং ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) যৌথভাবে সংলাপটির আয়োজন করে।

সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন সানাউল্লাহ। তার মতে, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তিনি বলেন, ‘সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে আশা করি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে।’

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত, এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার তাগিদও দেন এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, ভোটের মাধ্যমে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধিই নির্বাচিত হবেন এবং পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন; এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।’

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে সানাউল্লাহ জানান, রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটির প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টিও দলগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তার ভাষায়, ‘সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩% প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।’

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

দৈনিক লোকালয়
26-Aug-26 Page:1 Size:1411805 col*inch
Tonality: Neutral, Reach: 10

রাজনৈতিক দল বাতিল হতে পারে যে কারণে, জানালেন ইসি সানাউল্লাহ

লোকালয় ডিজিটাল রিপোর্ট

প্রকাশ : ২৫ আগস্ট ২০২৬, ২১:৫৪

ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা,১০ ভাদ্র(২৫ আগস্ট): রাজনৈতিক দলগুলোর সব পর্যায়ের কমিটিতে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে এসব কথা বলেন তিনি। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) ও ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) যৌথভাবে এ সংলাপের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সানাউল্লাহ বলেন, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আগামী স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

তিনি বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপও নেওয়া হবে।

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত—এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান নির্বাচন কমিশনার। তিনি বলেন, জনগণের ভোটের মাধ্যমেই তাদের পছন্দের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন এবং নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য রাখা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে সানাউল্লাহ বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটির প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টিও রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত।

তিনি বলেন, আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে দলগুলোর নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

নিরপেক্ষ

26-Aug-26 Page:1 Size:1615205 col*inch
Tonality: Neutral, Reach: 10

সব রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল হতে পারে: ইসি সানাউল্লাহ

নিরপেক্ষ প্রতিবেদক | অনলাইনসংস্করণ
প্রকাশঃ ২৫ আগস্ট ২০২৬, রাত ৮:২৪ মিনিট

ছবি : সংগৃহীত

রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। সতর্ক করে জানিয়েছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে দলগুলো।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। ওই আয়োজনে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে তুলে ধরা হয়। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) এবং ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) যৌথভাবে সংলাপটির আয়োজন করে।

সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন সানাউল্লাহ। তার মতে, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তিনি বলেন, 'সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে আশা করি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে।'

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত, এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার তাগিদও দেন এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, ভোটের মাধ্যমে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধিই নির্বাচিত হবেন এবং পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন; এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।'

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে সানাউল্লাহ জানান, রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটির প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টিও দলগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তার ভাষায়, 'সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩% প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।'

-নি/ এমএইচ

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

ইনসাফ
www.INSAF24.com
26-Aug-26 Page:1 Size:1311345 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 12,300

দলে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে: নির্বাচন কমিশনার

ইনসাফ | জাতীয় | ২৫ আগস্ট, ২০২৬

রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। ২০৩০ সালের মধ্যে এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে দলগুলোর নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। ওই আয়োজনে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে তুলে ধরা হয়। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) এবং ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) যৌথভাবে সংলাপটির আয়োজন করে।

সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন সানাউল্লাহ। তার মতে, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তিনি বলেন, 'সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে আশা করি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত, এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার তাগিদও দেন এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, ভোটের মাধ্যমে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধিই নির্বাচিত হবেন এবং পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন; এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।'

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে সানাউল্লাহ জানান, রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটির প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টিও দলগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তার ভাষায়, 'সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩% প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।'

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

যুগান্তর
26-Aug-26 Page:5 Size:12 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 290,250

সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব

——ইসি সানাউল্লাহ

যুগান্তর প্রতিবেদন

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সাধারণত সহিংসতা বেশি হয়। তবে কমিশন কোনো ধরনের সহিংসতা চায় না। রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্ভব। মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে দি অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (অ্যাফেড) নামের পর্যবেক্ষক সংস্থা আয়োজিত ডায়ালগে তিনি এসব কথা বলেন। সংস্থাটি জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে জানায়, জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য নির্বাচনের চেয়ে ভালো থাকলেও নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কম ছিল।

সানাউল্লাহ বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন একটি অনন্য নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ভায়োলেন্স চায় না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে।

অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশে অস্বচ্ছতা ছিল বলে দাবি করেন ঢাকা-১২ আসনের জামায়াত দলীয় সংসদ-সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন। তিনি দাবি করেন, ভোট গণনায় সারা দেশেই অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে এবং স্বচ্ছতা ছিল না। তার ভাষায়, 'ঢাকা সিটিতে আমাদের মামুনুল হক সাহেবের সিট, আরেকটা সিটের কথা উল্লেখ করলাম না, এই তিনটা সিটই আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু ভোট গণনায় অস্বচ্ছতা এবং অনিরপেক্ষতার কারণে এই তিনটা সিট আমাদের হারাতে হইছে।' একই সঙ্গে বিপুলসংখ্যক পোস্টাল ভোট বাতিলের কারণে জামায়াত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও জানান তিনি।

সাইফুল আলম বলেন, এক্ষেত্রে এজেন্টদেরও দায় আছে। 'এজেন্টদেরও দায়িত্ব আছে সই কেন করবেন তারা, কেন সাইন দিলেন? সেক্ষেত্রে আমাদেরও দায়িত্ব আছে।'

নির্বাচনে ফলাফল ঘোষণা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে সানাউল্লহ বলেন, সরকারি ফলাফল ঘোষণার আগেই ভোটকেন্দ্র, সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তা পর্যায়ে বেসরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত এজেন্টদের স্বাক্ষরিত ফলাফল শিটই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য ফলাফল। এবার প্রথমবারের মতো সব কেন্দ্রের স্বাক্ষরিত ফলাফল ইসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

কোনো কেন্দ্রে ফলাফল ঘোষণায় বিলম্ব হয়ে থাকলে নির্দিষ্ট তথ্য দেওয়ার আহ্বানও জানান তিনি। এ কমিশনার বলেন, সুনির্দিষ্টভাবে নাম-ঠিকানা দিয়ে বললে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি।'

তবে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে পক্ষপাতিত্ব ছিল বলেও অভিযোগ করেন বিএনপির সংসদ-সদস্য শিরিন সুলতানা। তার ব্যক্তিগত ও দলীয় পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অনেকে একটি দলের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন। তবে নির্বাচনকে পক্ষপাতদুষ্ট করার ক্ষেত্রে শুধু নির্বাচন কমিশন নয়, সরকারের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন তিনি। নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. আব্দুল আলীম বলেন, সামনের নির্বাচনগুলো নির্ভুলভাবে করতে ইসির অ্যাকশন প্ল্যান থাকা জরুরি।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

আমাদের সময়
26-Aug-26 Page:3 Size:12 col*inch
Tonality: Neutral, Circulation: 290,200

নভেম্বরে স্থানীয় নির্বাচনের পরিকল্পনা ইসির

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগামী নভেম্বরে শুরু করতে চায় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সেক্ষেত্রে আগামী সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে তফসিল ঘোষণার প্রস্তুতি চলছে। নির্দলীয় স্থানীয় পর্যায়ের এই নির্বাচন সুষ্ঠু ও সহিংসতামুক্ত করতে সব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছে কমিশন।

নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব। ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা কাজে লাগাতে হবে।

ঠাকুরগাঁও-১ উপনির্বাচন অক্টোবরে

তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন একটি অনন্য নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ভায়োলেন্স চায় না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রসঙ্গে আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তবে শুধু মনোনয়ন পেলেই কোনো প্রার্থী নির্বাচিত হবেন না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদেরও নির্বাচনের পরিবেশ সুন্দর রাখতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার নির্বাচনও গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা থাকবে কমিশনের।

সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়ে তিনি বলেন, বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা রাখতে হবে। নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।

নির্বাচন কমিশনার মো. সানাউল্লাহ বলেন, আইন প্রণয়নের এখতিয়ার সংসদের। সংসদ যে আইন করবে, নির্বাচন কমিশন সেটি বাস্তবায়ন করবে। রাজনৈতিক দলগুলো কী নিয়ম মেনে নির্বাচনে অংশ নেবে, তা আইনে আছে। কোনো রাজনৈতিক দল সে নিয়ম না মানলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বাদ পড়তে পারে।

কমিশন সূত্রে জানা গেছে, প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ভোটের ৪৫ দিন আগে তফসিল ঘোষণা করার নিয়ম অনুযায়ী নভেম্বরে ভোট হলে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে। একই সঙ্গে পৌরসভা নির্বাচনও আয়োজন করা হতে পারে। এরপর উপজেলা, সিটি করপোরেশন ও জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

সংবাদ
26-Aug-26 Page:1 Size:14 col*inch
Tonality: Neutral, Circulation: 201,100

দলে ৩৩% নারী নেতৃত্ব না থাকলে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল হতে পারে: ইসি সানাউল্লাহ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

২০৩০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সব স্তরের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত না হলে নিবন্ধন বাতিল হয়ে যেতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ।

গতকাল ঢাকায় এক সংলাপে দলগুলোকে নারী নেতৃত্ব বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।

'লেকশোর হাইটস' হোটেলে এ সংলাপ হয়। অংশীজনদের সামনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন তুলে ধরতে সংলাপ আয়োজন করা হয়।

আয়োজক ছিল অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (এএফইডি) ও ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি)।

সংলাপে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিল; আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল অন্য নির্বাচনের চেয়ে ভালো।

ইসি সানাউল্লাহ মনে করেন, সংসদ নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হওয়ার 'মূল কারণ' ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা।

'সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে আশা করি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে।'

মনোনয়ন পেয়েই জয়ী হওয়ার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অনেকেই মনে করেন, মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন; এটা হবে না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।'

➤ পৃষ্ঠা ১১ : ক : ৪

দলে ৩৩% নারী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রার্থী মনোনয়ন ও নারীর অংশগ্রহণের প্রসঙ্গ টেনে সানাউল্লাহ বলেন, সব স্তরের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব বাড়াতে রাজনৈতিক দলগুলোকে ভূমিকা রাখতে হবে।

'সংসদে ন্যরী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। আরপিও অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩% প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। তা নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।'

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এএফইডি বোর্ড সদস্য ও ডেমোক্রেসি ওয়াচের এর চেয়ারপার্সন তালেয়া রহমান এবং সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সদস্য-সচিব মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ। সভাপতিত্ব করেন এএফইডি কো-চেয়ার রোকসানা খন্দকার। প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা।

সংসদ সদস্য, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, পর্যবেক্ষক সংস্থা, দাতা সংস্থা, নাগরিক সমাজ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

অগ্রদূত
26-Aug-26 Page:1 Size:1812980 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

জাতীয় নির্বাচনের ‘সদিচ্ছা’ স্থানীয় নির্বাচনেও চায় ইসি

অগ্রদূত প্রতিবেদক
প্রকাশ: ২৫ আগস্ট ২০২৬, ১৮:১৩

অ − +

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

তিনি বলেন, সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা কাজে লাগাতে হবে।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানে আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা কাজে লাগাতে হবে।

আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন একটি অনন্য নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ভায়োলেন্স চায় না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তবে শুধু মনোনয়ন পেলেই কোনো প্রার্থী নির্বাচিত হবেন না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।

আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদেরও নির্বাচনের পরিবেশ সুন্দর রাখতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার নির্বাচনও গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা থাকবে কমিশনের।

নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়ে তিনি বলেন, সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা রাখতে হবে। নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।

নির্বাচন কমিশনার বলেন, আইন প্রণয়নের এখতিয়ার সংসদের। সংসদ যে আইন করবে, নির্বাচন কমিশন সেটি বাস্তবায়ন করবে। রাজনৈতিক দলগুলো কী নিয়ম মেনে নির্বাচনে অংশ নেবে, তা আইনে আছে। কোনো রাজনৈতিক দল সেই নিয়ম না মানলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বাদ পড়তে পারে।

দি অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি নামের পর্যবেক্ষক সংস্থা আয়োজিত ডায়লগে বিভিন্ন দলের নেতারাও বক্তব্য রাখেন।

সংস্থাটি জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে জানায়, জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিলো। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য নির্বাচনের চেয়ে ভালো থাকলেও নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কম ছিলো

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

আমাদের তারা পণমানুষের
মানবকণ্ঠ
26-Aug-26 Page:12 Size:112 col*inch
Tonality: Neutral, Circulation: 151,765

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

সহিংসতার প্রবণতা বেশি দেখছে নির্বাচন কমিশন

কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে : ইসি সানাউল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। দি অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি নামের পর্যবেক্ষক সংস্থা আয়োজিত ডায়লগে বিভিন্ন দলের নেতারাও বক্তব্য রাখেন। সংস্থাটি জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে জানায়, জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিলো। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য নির্বাচনের চেয়ে ভালো থাকলেও নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কম ছিলো।

মো. সানাউল্লাহ বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন একটি অনন্য নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ভায়োলেন্স চায় না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রসঙ্গে আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তবে শুধু মনোনয়ন পেলেই কোনো প্রার্থী নির্বাচিত হবেন না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদেরও নির্বাচনের পরিবেশ সুন্দর রাখতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার নির্বাচনও গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা থাকবে কমিশনের।

নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়ে তিনি বলেন, সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা রাখতে হবে। নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।

মো. সানাউল্লাহ বলেন, আইন প্রণয়নের এখতিয়ার সংসদের। সংসদ যে আইন করবে, নির্বাচন কমিশন সেটি বাস্তবায়ন করবে। রাজনৈতিক দলগুলো কী নিয়ম মেনে নির্বাচনে অংশ নেবে, তা আইনে আছে। কোনো রাজনৈতিক দল সেই নিয়ম না মানলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

> ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা কাজে লাগাতে হবে

সহিংসতার প্রবণতা বেশি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাদ পড়তে পারে। ডায়লগে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. মোহাম্মদ আব্দুল আলীম বলেন, সামনের নির্বাচনগুলো নির্ভুলভাবে করতে ইসির অ্যাকশন প্ল্যান থাকা জরুরি। নির্বাচনে ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে দেশের ভেতর থেকে কীভাবে ফান্ড সংগ্রহ করা যায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। সংসদ সদস্য সাইফুল আলম মিলন বলেন, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ভালো থাকলেও কোনো কোনো কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার নিরপেক্ষ ছিলো না। ভোট গণনায় অস্বচ্ছতা, অনিরপেক্ষতা ছিলো। ভোট গণনায় অনেক দেরি হয়েছে। এসব কারণে জামায়াত অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ইসি কিভাবে ভালো করবে সেটি নিয়ে প্রশ্ন আছে। সংসদ সদস্য শিরিন সুলতানা বলেন, জাতীয় নির্বাচনে দেশের বাইরে পোস্টাল ব্যালটের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার সুযোগ ছিলো না।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

The Daily Shomoyer Alo
সময়ের আলো
26-Aug-26 Page:12 Size:40 col*inch
Tonality: Neutral, Circulation: 161,108

ইসিতে ৬৪ লাখ আবেদন

শাকিল আহমেদ

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধনের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেছেন ৬৪০৬৩১৯ জন ভোটার। ছয়টি ক্যাটাগরিতে করা এসব আবেদনের মধ্যে 'ক-১' ক্যাটাগরিতে আবেদন করেছেন ১৪০১২৯ জন। এ ছাড়া 'ক' ক্যাটাগরিতে ৪১৪২০৭৩ জন, 'খ-১' ক্যাটাগরিতে ১১১১৯৭ জন, 'খ' ক্যাটাগরিতে ১২৪৮৩৯৩ জন, 'গ' ক্যাটাগরিতে ৬০৪৪২০ জন ও 'ঘ' ক্যাটাগরিতে সংশোধনের জন্য আবেদন করেছেন ১৬০১০৭ জন ভোটার।

জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের আবেদন নিয়ে ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে চলতি বছরের ১১ আগস্ট পর্যন্ত একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন তৈরি করেছে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অনুবিভাগ। ইসির তৈরি ওই প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

এনআইডি সংশোধনের কাজ সহজ করতে ২০১৬ সালে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ভাগ করে দেয় নির্বাচন কমিশন। জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের আবেদনগুলো ভুল বা পরিবর্তনের পরিধির ওপর ভিত্তি করে ছয়টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে দেয় ইসি। এসব ক্যাটাগরির মধ্যে নামের বানানগত সামান্য ভুল, শিক্ষাগত যোগ্যতার আংশিক পরিবর্তন বা ব্লাড গ্রুপের মতো ছোট ভুলগুলো সংশোধনের জন্য 'ক-১' ক্যাটাগরির দায়িত্ব দেওয়া হয় সহকারী উপজেলা বা থানা নির্বাচন কর্মকর্তাকে। এ ছাড়া মূল নাম ঠিক রেখে আংশিক পরিবর্তন, পিতা-মাতার নামের পদবি পরিবর্তন ও সর্বোচ্চ ৩ বছর জন্মতারিখ পরিবর্তন বা ঠিকানা সংশোধনের জন্য 'ক' ক্যাটাগরির দায়িত্ব দেওয়া হয় উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে। 'খ-১' ও 'খ' ক্যাটগরির সংশোধনের দায়িত্ব যেমন– পিতা-মাতার নামের আমূল পরিবর্তন, সর্বোচ্চ ৭ বছর পর্যন্ত জন্মতারিখ পরিবর্তন, বৈবাহিক অবস্থা সংযোজন-বিয়োজন বা ছবি পরিবর্তনের দায়িত্ব দেওয়া হয় জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে। এ ছাড়া নিজ বা অন্য কারও নামের আমূল পরিবর্তন, সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত জন্মতারিখ পরিবর্তন বা স্থায়ী ঠিকানায় বিভাগীয় পরিবর্তনের জন্য 'গ' ক্যাটাগরির দায়িত্ব দেওয়া হয় আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তাকে এবং ১০ বছরের বেশি জন্মতারিখ পরিবর্তন কিংবা নাম ও অন্যান্য তথ্যের জটিল বা আমূল পরিবর্তনের জন্য 'ঘ' ক্যাটাগরির আবেদনগুলো নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় এনআইডির মহাপরিচালককে। পরে ভোটারদের ভোগান্তি কমাতে ২০২০ সালে একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে 'ক', 'খ', 'গ' এবং 'ঘ' এই ৪টি মূল ক্যাটাগরি তৈরি করে মাঠ পর্যায়ের ও কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের মাঝে ক্ষমতা স্পষ্ট করে দেয় ইসি। 'ক' ক্যাটাগরি বা সাধারণ ভুলত্রুটির ক্ষমতা দেওয়া হয় উপজেলা বা থানা নির্বাচন অফিসার হাতে। 'খ' ক্যাটাগরি বা মধ্যম সারির ভুল ও আংশিক বয়স সংশোধনের ক্ষমতা দেওয়া হয় সিনিয়র জেলা বা জেলা নির্বাচন অফিসারের কাছে। 'গ' ক্যাটাগরি বা জটিল নাম ও বয়স সংশোধনের ক্ষমতা দেওয়া হয়

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

এনআইডি সংশোধন

জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের আবেদনগুলো ভুল বা পরিবর্তনের পরিধির ওপর ভিত্তি করে ছয়টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে দেয় ইসি

শর্তসাপেক্ষে মাঠ পর্যায়ে বয়স সংশোধনের ক্ষমতা দিচ্ছে ইসি

আমি প্রতিদিনই কাজ করছি। তবে কত বছরে শেষ হবে বলতে পারছি না

আবুল হাসনাত মুহম্মদ আনোয়ার পাশা
এনআইডি মহাপরিচালক (ডিজি)

ইসিতে ৬৪ লাখ আবেদন

শেষ পৃষ্ঠার পর

আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসারের কাছে এবং 'ঘ' ক্যাটাগরি বা সবচেয়ে জটিল পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া হয় এনআইডি উইংয়ের মহাপরিচালকের (ডিজি) হাতে। 'ঘ' ক্যাটাগরির বেশিরভাগ আবেদনই বয়স বাড়ানো বা কমানো সংক্রান্ত। তাই 'ঘ' ক্যাটাগরির আবেদনগুলোকে অত্যন্ত জটিল হিসেবে গণ্য করা হয়। এ জন্য ২০২৩ সালে 'ঘ' ক্যাটাগরির আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষমতা এককভাবে ন্যস্ত করা হয়েছে এনআইডি অনুবিভাগের মহাপরিচালকের হাতে। তবে এতে করে সমস্যা আরও বেড়ে গেছে। ছোটখাটো বয়স সংশোধনের জন্যও একজন ভোটারকে উপজেলা বা জেলা শহর থেকে ঢাকার আগারগাঁওয়ের প্রধান কার্যালয়মুখী হতে হয় এবং মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয়। এতে করে ভোগান্তি বেড়েছে বহুগুণ।

তাই বয়স সংশোধনের কিছু ক্ষমতা শর্তসাপেক্ষে আবারও মাঠ পর্যায়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এ বিষয়ে গত ১৩ আগস্ট একটি পরিপত্র জারি করেছে সংস্থাটি। এতে বলা হয়েছে, অনলাইনে যাচাইযোগ্য জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকে (এসএসসি) বা সমমান শিক্ষা সনদের ভিত্তিতে জন্মতারিখ সংশোধনের আবেদন 'ক' ক্যাটাগরিভুক্ত হিসেবে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা থানা নির্বাচন অফিসার ও সিনিয়র জেলা বা জেলা নির্বাচন অফিসার এবং এনআইডি উইংয়ের সহকারী পরিচালক বা উপপরিচালক নিষ্পত্তি করতে পারবেন। শিক্ষা সনদের পাশপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান 'এসওপি' অনুসরণ করতে হবে।

উল্লেখ্য, সংশোধনের আবেদন ইলেকট্রনিক্যালি অনুমোদন বা বাতিলের ক্ষেত্রে কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে (সিএমএস) আবশ্যিকভাবে নোট দিতে হবে। পরিপত্রে আরও বলা হয়েছে, 'আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তারা তাদের অধীন অধীনস্থ কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পন্নকৃত কার্যক্রম মনিটরিং করবেন এবং দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্রতি মাসে প্রত্যেক নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তার ন্যূনতম তিনটি আবেদন যথাযথভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে কি না তা সংযুক্ত ছকে প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক পরিচালকের (অপারেশ) ইন্টারনাল অ্যাকাউন্টে প্রেরণ করবেন। এ ছাড়া উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ অনুসারে জন্মতারিখ সংশোধনের আবেদন এবং জন্মতারিখসহ নিজ নাম ও পিতা/মাতার নামের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সংক্রান্ত আবেদন মহাপরিচালক পর্যায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য হবে। জন্মতারিখ, নিজ নাম ও পিতা-মাতার নামের সম্পূর্ণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একই ফিল্ডে দ্বিতীয়বার সংশোধন করা যাবে না।'

প্রতিদিন কতটি করে সংশোধনের ফাইল অনুমোদন করছেন এবং আবেদনের এই স্তূপ কত বছরে শেষ হতে পারে– জানতে চাইলে এনআইডি মহাপরিচালক (ডিজি) আবুল হাসনাত মুহম্মদ আনোয়ার পাশা সময়ের আলোকে বলেন, আমি প্রতিদিনই কাজ করছি। তবে কত বছরে শেষ হবে বলতে পারছি না। এ বিষয়ে সচিব স্যারের সঙ্গে কথা বলেন। কারণ উনি স্পোক পারসন। এ ছাড়া পরিচালক (অপারেশন) মো. সাইফুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলেন ওনার কাছে সব হিসাব আছে। এরপর জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের ওই পরিচালকের ফোনে একাধিকবার কল করলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।

উল্লেখ্য, দিন দিন গুরুত্বপুর্ণ হয়ে উঠছে এনআইডি সেবা। বর্তমানে আয়করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর পাওয়া, শেয়ার আবেদন ও বিও হিসাব খোলা, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন, ট্রেড লাইসেন্স করা, পাসপোর্ট করা ও নবায়ন, যানবাহন রেজিস্ট্রেশন, চাকরির আবেদন, বীমা স্কিমে অংশগ্রহণ, স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে ও তালাক রেজিস্ট্রেশন, ব্যাংক হিসাব খোলা, নির্বাচনে ভোটার শনাক্তকরণ, ব্যাংক ঋণ, গ্যাস-পানি-বিদ্যুতের সংযোগ, সরকারি বিভিন্ন ভাতা উত্তোলন, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন সংযোগ, সরকারি ভাতা, সাহায্য ও সহায়তা, ই-টিকেটিং, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি, বিজনেস আইডেনটিফিকেশন নম্বর পাওয়া, সরকারি ভাতার ও সিকিউরড ওয়েব লগে ইন করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে এনআইডি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। দেশে বর্তমানে মোট ভোটার রয়েছেন ১২ কোটি ৮৩ লাখ ২৩ হাজার ২৪০ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ৬ কোটি ৫২ লাখ ১২ হাজার ৭৩১ জন, নারী ৬ কোটি ৩১ লাখ ৯ হাজার ২৬৬ জন। আর হিজড়া ভোটার ১ হাজার ২৪৩ জন।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

26-Aug-26 Page:12 Size:7 col*inch
Tonality: Neutral, Circulation: 161,102

দলে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্বের আহ্বান ইসির

প্রবা প্রতিবেদক

রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। ২০৩০ সালের মধ্যে এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে নিবন্ধন বাতিল হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে দলগুলো বলে সতর্ক করেছেন তিনি।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। ওই আয়োজনে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অংশীজনদের সামনে তুলে ধরা হয়। অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি (এএফইডি) এবং ইউরোপিয়ান পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (ইপিডি) যৌথভাবে সংলাপটির আয়োজন করে।

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে সানাউল্লাহ জানান, রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটির প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টিও দলগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত।

সংলাপে দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন সানাউল্লাহ। তার মতে, সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সহিংসতামুক্ত থাকার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

দলে ৩৩ শতাংশ

শেষ পৃষ্ঠার পর

ভূমিকা রেখেছে।

এ সময় তিনি বলেন, সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা বজায় থাকবে আশা করি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। আইনশৃঙ্খলাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নির্বাচনে মনোনয়ন পেলেই জয় নিশ্চিত, এমন ধারণা থেকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের বেরিয়ে আসার তাগিদও দেন এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, ভোটের মাধ্যমে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধিই নির্বাচিত হবেন এবং পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

দৈনিক বাংলা
26-Aug-26 Page:1 Size:30 col*inch
Tonality: Neutral, Circulation: 152,000

স্থানীয় নির্বাচন পিছিয়ে নভেম্বরে আয়োজনের পরিকল্পনা ইসির

নিজস্ব প্রতিবেদক

আগামী অক্টোবরে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজনের আগের পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। একমাস পিছিয়ে নভেম্বরে এই নির্বাচন শুরু হতে পারে। তবে এর আগে অক্টোবরের শেষভাগে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ছেড়ে দেওয়া ঠাকুরগাঁও-১ আসনে উপনির্বাচন আয়োজনের কথা ভাবছে সংস্থাটি।

ইসি সূত্র বলছে, মূলত উপনির্বাচন আয়োজনের কারণেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন একমাস পেছানোর এমন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে আগামী সেপ্টেম্বরে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে। আইন অনুযায়ী, ভোটের ৪৫ দিন আগে তফসিল ঘোষণা করতে হয়।

এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ গতকাল মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেন, 'কোনো আসন শূন্য ঘোষণা করা হলে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করতে হয়। এটা আইনের বাধ্যবাধকতা। ঠাকুরগাঁও-১ আসনটি এরই মধ্যে শূন্য হয়েছে। এই কারণে আগামী অক্টোবরের শেষে ঠাকুরগাঁও-১ আসনের উপনির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা করছে ইসি।'

তাহলে স্থানীয় সরকার নির্বাচন কবে থেকে- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,

এরপর পৃষ্ঠা ▸ ১১ কলাম ▸ ৫

স্থানীয় নির্বাচন পিছিয়ে নভেম্বরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর ▸▸

'ইসি আগে অক্টোবর থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের পরিকল্পনা করে এসেছে। এখনো সব প্রস্তুতি আগামী অক্টোবরের মধ্যেই শেষ করা হবে। কিন্তু ভোট গ্রহণের পরিকল্পনা এখন নভেম্বর করা হচ্ছে।'

আবদুর রহমানেল মাছউদ বলেন, 'আমরা সবসময়ই বলে আসছি, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি- এগুলো নির্বাচনের জন্য সবচেয়ে সহায়ক মাস। এই মাসগুলোর মধ্যে এপ্রিলও ধরা যেতে পারে। এখন এর মধ্যে দুর্গাপূজা, রমজান কিংবা পরীক্ষা বা বার্ষিক পরীক্ষা আছে কি না অথবা বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে কি না- এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েই আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনের পরিকল্পনা করছি।'

তিনি বলেন, 'তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের তফসিল নিয়ে ইসিতে কোনো আলোচনা হয়নি। আমরা কেবল ভোটের সহায়ক সময় নিয়ে আলোচনা করেছি। আইন অনুযায়ী যেদিন ভোট গ্রহণ করা হবে, তার ৪৫ দিন আগে তফসিল ঘোষণা করতে হয়। তার মানে, নভেম্বরে যদি ভোট হয়, তাহলে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে।'

কোন প্রতিষ্ঠান দিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরু করতে চান জানতে চাইলে এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'আমরা ইউনিয়ন পরিষদ দিয়ে শুরু করব। একসঙ্গে পৌরসভাও করতে পারি। এরপর উপজেলা, সিটি করপোরেশন ও জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।'

আইন মন্ত্রণালয় থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আচরণবিধিমালা চূড়ান্ত হয়ে এসেছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আচরণবিধি এসে পড়েছে। তবে আমরা নির্বাচনের বিধিমালার সুপারিশগুলো এখনো পাঠাইনি। আমরা আইনে আরও কিছু পরিবর্তন আনার চিন্তা করছি। এ কারণে এখনো পাঠাইনি।'

এর আগে গত বৃহস্পতিবার দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিজয়ী হন। ওই দিনই নির্বাচন কমিশন তাকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করে। পরদিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন তিনি। পরদিন সংসদ সচিবালয় থেকে রাষ্ট্রপতির সংসদীয় আসন ঠাকুরগাঁও-১ শূন্য ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশনে ফাইল দেওয়া হয়।

দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব: ইসি সানাউল্লাহ

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে দ্য অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি নামের পর্যবেক্ষক সংস্থা আয়োজিত সংলাপে নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, 'গত ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় সরকার নির্বাচনও সম্ভব। কাজেই সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা কাজে লাগাতে হবে।'

তিনি বলেন, 'ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন একটি অনন্য নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন কমিশন স্থানীয় নির্বাচনেও ভায়োলেন্স চায় না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। এই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব কমিশনের। তবে শুধু মনোনয়ন পেলেই কোনো প্রার্থী নির্বাচিত হবেন না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।'

সানাউল্লাহ বলেন, 'রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদেরও নির্বাচনের পরিবেশ সুন্দর রাখতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার নির্বাচনও গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা থাকবে কমিশনের।'

নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়ে তিনি বলেন, 'সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা রাখতে হবে। নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।'

এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'আইন প্রণয়নের এখতিয়ার সংসদের। সংসদ যে আইন করবে, নির্বাচন কমিশন সেটি বাস্তবায়ন করবে। রাজনৈতিক দলগুলো কী নিয়ম মেনে নির্বাচনে অংশ নেবে, তা আইনে আছে। কোনো রাজনৈতিক দল সেই নিয়ম না মানলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বাদ পড়তে পারে।'

অনুষ্ঠানে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. মোহাম্মদ আব্দুল আলীম বলেন, 'সামনের নির্বাচনগুলো নির্ভুলভাবে করতে ইসির অ্যাকশন প্ল্যান থাকা জরুরি। নির্বাচনে ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে দেশের ভেতর থেকে কীভাবে ফান্ড সংগ্রহ করা যায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।'

সংসদ সদস্য সাইফুল আলম মিলন বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ভালো থাকলেও কোনো কোনো কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার নিরপেক্ষ ছিল না। ভোট গণনায় অস্বচ্ছতা, অনিরপেক্ষতা ছিল। ভোট গণনায় অনেক দেরি হয়েছে। এসব কারণে জামায়াত অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ইসি কীভাবে ভালো করবে সেটি নিয়ে প্রশ্ন আছে।'

সংসদ সদস্য শিরিন সুলতানা বলেন, 'জাতীয় নির্বাচনে দেশের বাইরে পোস্টাল ব্যালটের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার সুযোগ ছিল না।'

ডায়লগে বিভিন্ন দলের নেতারা বক্তব্য রাখেন। সংস্থাটি জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে জানায়, জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য নির্বাচনের চেয়ে ভালো ছিল। তবে নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কম ছিল।

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

THE FINANCIAL EXPRESS
26-Aug-26 Page:2 Size:18 col*inch
Tonality: Neutral, Circulation: 22,500

Govt to meet EC over local polls next week: Shahe Alam

EC targets Nov for UP polls: Commissioner Masud

The government will hold discussions with the Election Commission (EC) next week to learn about its preparations for the upcoming local government elections, said State Minister for Local Government, Rural Development and Cooperatives Mir Shahe Alam on Tuesday, report agencies.

Talking to reporters at the Secretariat on Tuesday, he said he will visit the Election Commission with the Prime Minister's approval to discuss the progress of its preparations.

"We may go to the Election Commission next week, with the honourable prime minister's approval, and discuss how far their preparations have progressed and what the situation is," he said.

The state minister said the Election Commission (EC) will announce the election schedule and conduct the polls, while the government would provide necessary support as the local government institutions fall under his ministry.

"The Election Commission will announce the schedule. It will conduct the elections and bring the election from the field," he said.

He said the ministry would provide support on election-related expenditures and other relevant matters, including issues arising from the expiry of the terms of local government institutions.

Asked whether he has any information about the election schedule, Mir Shahe Alam said the Election Commission itself would be able to provide details.

Asked whether the government has made any proposal regarding the elections, he said the government had already allocated funds for holding five local government elections in the current fiscal year.

"As I have said many times before, we have kept Tk 60 billion in the current fiscal year's budget required to hold these five elections," he said.

However, Election Commissioner Abdur Rahmanel Masud said the Election Commission (EC) was preparing to begin the local government elections with Union Parishad polls in November.

"We are working with a target to hold the local government elections from November," he told BSS.

He said the commission had already begun preparations with November as the target date.

"The election season is from November to April. This is considered an appropriate period for holding the elections. However, festivals such as Puja, Eid and Ramadan will have to be taken into consideration during the announcement of the election schedule," said the election commissioner.

RYANS Archive
A Media Monitoring Company

সমকাল
26-Aug-26 Page:3 Size:32 col*inch
Tonality: Neutral, Circulation: 271,000

স্থানীয় নির্বাচন পিছিয়ে নভেম্বরে আয়োজনের পরিকল্পনা ইসির

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাষ্ট্রপতির ছেড়ে দেওয়া আসনে উপনির্বাচন অক্টোবরে

- সেপ্টেম্বরে হতে পারে উপনির্বাচনের তপশিল
- স্থানীয় সরকার নির্বাচন পেছানোর পরিকল্পনা

আগামী অক্টোবরে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এক মাস পিছিয়ে নভেম্বরে এই নির্বাচন শুরু হতে পারে। তবে এর আগে অক্টোবরের শেষভাগে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ছেড়ে দেওয়া ঠাকুরগাঁও-১ আসনে উপনির্বাচন আয়োজনের কথা ভাবছে সংস্থাটি।

ইসি সূত্র বলছে, মূলত উপনির্বাচন আয়োজনের কারণেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন এক মাস পেছানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সেপ্টেম্বরে উপনির্বাচনের তপশিল ঘোষণা করা হতে পারে। আইন অনুযায়ী, ভোটের ৪৫ দিন আগে তপশিল ঘোষণা করতে হয়।

এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ গতকাল মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেছেন, কোনো আসন শূন্য ঘোষণা করা হলে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করতে হয়। এটি আইনের বাধ্যবাধকতা। ঠাকুরগাঁও-১ আসনটি এরই মধ্যে শূন্য হয়েছে। এ কারণে অক্টোবরের শেষে ঠাকুরগাঁও-১ আসনের নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা করছে ইসি।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন কবে থেকে শুরু হবে– এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ইসি আগে অক্টোবর থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের পরিকল্পনা করে এসেছে। সব প্রস্তুতি অক্টোবরের মধ্যেই শেষ করা হবে। ভোট গ্রহণের পরিকল্পনা এখন নভেম্বর করা হচ্ছে।

আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের জন্য সহায়ক মাস। এপ্রিলও ধরা যেতে পারে। এখন এর মধ্যে দুর্গাপূজা, রমজান, বার্ষিক পরীক্ষা আছে কিনা, বন্যার শঙ্কা রয়েছে কিনা–এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েই আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনের পরিকল্পনা করছি।

তিনি বলেন, তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের তপশিল নিয়ে ইসিতে কোনো আলোচনা হয়নি। আমরা শুধু ভোটের সহায়ক সময় নিয়ে আলোচনা করেছি। আইন অনুযায়ী, যেদিন ভোট গ্রহণ করা হবে, তার ৪৫ দিন আগে তপশিল ঘোষণা করতে হয়। তার মানে, নভেম্বরে যদি ভোট হয়, তাহলে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তপশিল ঘোষণা করা হতে পারে।

নির্বাচন কমিশনার বলেন, আমরা ইউনিয়ন পরিষদ দিয়ে শুরু করব। একসঙ্গে পৌরসভাও করতে পারি। এরপর উপজেলা, সিটি করপোরেশন ও জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

আইন মন্ত্রণালয় থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আচরণবিধিমালা চূড়ান্ত হয়ে এসেছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আচরণবিধি এসেছে। তবে আমরা নির্বাচনের বিধিমালার সুপারিশগুলো এখনও পাঠাইনি। আমরা আইনে আরও কিছু পরিবর্তনের চিন্তা করছি। এ কারণে এখনও পাঠাইনি।

দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় নির্বাচন সম্ভব: ইসি সানাউল্লাহ

গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে পর্যবেক্ষক সংস্থা 'দি অ্যালায়েন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' আয়োজিত সংলাপে নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, গত ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে সহিংসতামুক্ত স্থানীয় সরকার নির্বাচনও সম্ভব। কাজেই সামনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর সেই সদিচ্ছা কাজে লাগাতে হবে।

তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন একটি অনন্য নির্বাচন হয়েছে। ইসি স্থানীয় নির্বাচনেও সহিংসতা চায় না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার প্রবণতা বেশি থাকায় এ বিষয়ে কমিশন বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। এই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব কমিশনের। তবে শুধু মনোনয়ন পেলেই কোনো প্রার্থী নির্বাচিত হবেন না। নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।

সানাউল্লাহ বলেন, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদেরও নির্বাচনের পরিবেশ সুন্দর রাখতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার নির্বাচনও গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা থাকবে কমিশনের।

নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়ে তিনি বলেন, সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর। নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা রাখতে হবে। নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করলে নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।

এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, আইন প্রণয়নের এখতিয়ার সংসদের। সংসদ যে আইন করবে, নির্বাচন কমিশন সেটি বাস্তবায়ন করবে। রাজনৈতিক দলগুলো কী নিয়ম মেনে নির্বাচনে অংশ নেবে, তা আইনে আছে। কোনো রাজনৈতিক দল সেই নিয়ম না মানলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বাদ পড়তে পারে।

অনুষ্ঠানে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. মোহাম্মদ আব্দুল আলীম বলেন, সামনের নির্বাচনগুলো নির্ভুলভাবে করতে ইসির অ্যাকশন প্ল্যান থাকা জরুরি।

সংসদ সদস্য সাইফুল আলম মিলন বলেন, গত জাতীয় নির্বাচনে ইসির ভূমিকা ভালো থাকলেও কোনো কোনো কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার নিরপেক্ষ ছিলেন না। ভোটগণনায় অস্বচ্ছতা, অনিরপেক্ষতা ছিল। এসব কারণে জামায়াত অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ইসি কীভাবে ভালো করবে, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

সংসদ সদস্য শিরিন সুলতানা বলেন, জাতীয় নির্বাচনে দেশের বাইরে পোস্টাল ব্যালটের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার সুযোগ ছিল না।